ইউনেস্কো সাধারণ সম্মেলনের ৩৯তম অধিবেশনে বাংলাদেশ

প্যারিস, ফ্রান্স
৩০ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর, ২০১৭

৩০ অক্টোবর ২০১৭ তারিখ অপরাহ্ণে
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ
ইউনেস্কোর 'ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব্ দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার'-এ
অন্তর্ভুক্ত হওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন।

ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ
৭ই মার্চ ১৯৭১

এসডিজি-৪ বিষয়ে মন্ত্রী পর্যায়ের প্যানেল আলোচনা

২ নভেম্বর বিকেলে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি. 'মিনিস্টারিয়াল প্যানেল ডিসকাসন অন এসডিজি-৪: এডুকেশন ২০৩০' শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। ই-৯ ফোরামের বর্তমান চেয়ারম্যান হিসেবে উল্লিখিত প্যানেল আলোচনায় প্রদত্ত বক্তব্যে তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে শিক্ষাক্ষেত্রে দেয়া আর্থিক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এসডিজি-৪ এর লক্ষ্য অর্জন করতে হলে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষামন্ত্রীর সাথে দ্বিপাক্ষিক সভা

৩ নভেম্বর মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি. ই-৯ ফোরামের চেয়ারম্যান হিসেবে জাতিসংঘের এসডিজি-৪ বিষয়ক স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান এবং নরওয়ের শিক্ষামন্ত্রী মি. হেনরি অ্যাশেইমের সাথে দ্বিপাক্ষিক সভায় মিলিত হন। নরওয়ের শিক্ষামন্ত্রী বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। শিক্ষামন্ত্রী বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে অর্জনসমূহ তাঁকে বিশদভাবে অবহিত করেন।

নরওয়ের শিক্ষামন্ত্রীর সাথে মাননীয় মন্ত্রী

নরওয়ের শিক্ষামন্ত্রী মি. অ্যাশেইম শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ করে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং সহযোগিতা বৃদ্ধির আশ্বাস দেন। এ ছাড়াও মাননীয় মন্ত্রী বিভিন্ন সময়ে ভারত, চীন, পাকিস্তান, নাইজেরিয়া এবং সুইডেনের শিক্ষামন্ত্রীর সাথে বৈঠকে মিলিত হন।

ইউনেস্কো সাধারণ সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের একাংশ (বাম থেকে)
জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি., মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী
জনাব মো: সোহরাব হোসাইন, সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
চৌধুরী মুফাদ আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক)
(২য় সারিতে)
মিজ ফারহানা আহমেদ চৌধুরী, প্রথম সচিব, বাংলাদেশ দূতাবাস, প্যারিস এবং
জনাব মো: মনজুর হোসেন, সচিব, বিএনসিইউ

৩৯তম অধিবেশনে নীতিনির্ধারণী ভাষণ

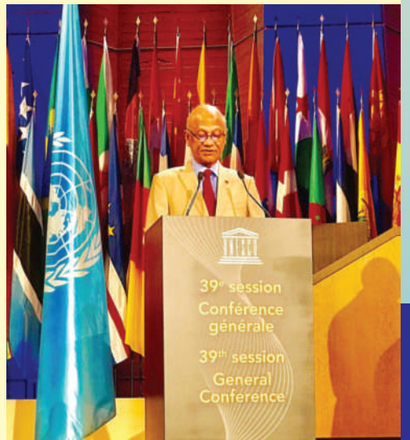

৪ নভেম্বর মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ইউনেস্কো সাধারণ সম্মেলনের ৩৯তম অধিবেশনের জেনারেল পলিসি ডিবেইটে ভাষণ প্রদান করেন। এতে তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ 'ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব্ দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার'-এ অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ইউনেস্কো এবং এর মহাপরিচালক মিজ ইরিনা বোকোভাকে ধন্যবাদ জানান। এ ছাড়া প্রদত্ত ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী রোহিঙ্গাদের দেশে ফেরত নিতে মায়ানমার সরকারের প্রতি বিশ্ব সম্প্রদায়ের চাপ অব্যাহত রাখার আহবান জানান। তিনি জাতিসংঘের ৭২তম অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেয়া ভাষণে উল্লেখিত ৫-দফা পরিকল্পনার ভিত্তিতে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের জোর দাবি পুনর্ব্যক্ত করেন।

শিক্ষামন্ত্রী তাঁর ভাষণে শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন অগ্রগতি উপস্থাপন করেন। বিশেষ করে তিনি নারীশিক্ষা, লিঙ্গসমতা, নারীর ক্ষমতায়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতি সহনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ও অগ্রগতি তুলে ধরেন। ইউনেস্কোর প্রতি বাংলাদেশের দৃঢ় সমর্থনের কথা উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রী আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পর্যায়ে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।

ইউনেস্কো মহাপরিচালকের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

ইউনেস্কোর মহাপরিচালকের সাথে শিক্ষামন্ত্রীর সাক্ষাৎ

৬ নভেম্বর মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ইউনেস্কোর মহাপরিচালক মিজ ইরিনা বোকোভার সাথে তাঁর কার্যালয়ে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। সাক্ষাৎকালে মিজ বোকোভা দেশে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশকে তাৎপর্যপূর্ণ উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

এ সময় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী গত আট বছরের মেয়াদে বিভিন্ন বৈশ্বিক ইস্যুতে মিজ বোকোভার ভূমিকার প্রশংসা করেন এবং ইউনেস্কোকে নতুন মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানান। বাংলাদেশের প্রতি ইউনেস্কোর ধারাবাহিক সমর্থন ও সহযোগিতার পাশাপাশি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ 'ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব্ দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার'-এ অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে মহাপরিচালক হিসেবে সহযোগিতার জন্য শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ মিজ বোকোভাকে পৌঁছে দেন। সাক্ষাৎকালে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব মো: সোহরাব হোসাইনসহ বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ইউনেস্কো মহাপরিচালক মিজ ইরিনা বোকোভার সাথে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল

ইউনেস্কো নির্বাহী বোর্ডের সদস্যপদে ৩য় বারের মতো নির্বাচিত বাংলাদেশ

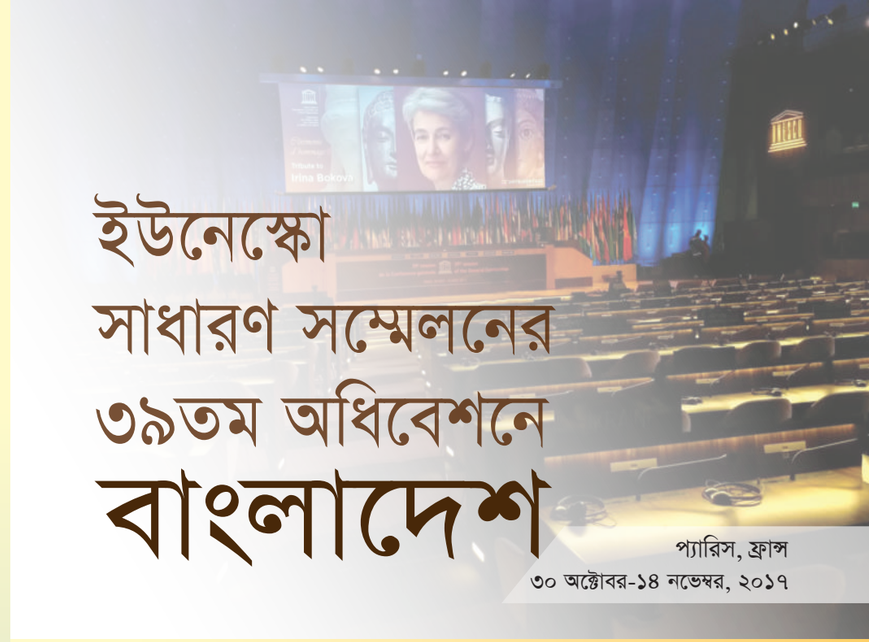

৮ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় ইউনেস্কো নির্বাহী বোর্ডের সদস্যপদ লাভের জন্য নির্বাচন। এ নির্বাচনে গ্রুপ-৪ অর্থাৎ এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে বাংলাদেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। বাংলাদেশ ছাড়াও এ গ্রুপ থেকে আরো ৬টি দেশ যথা: ভারত, চীন, জাপান, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া এবং কুক আইল্যান্ড নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ভোটদানের জন্য যোগ্য মোট ১৮৪টি দেশের মধ্য থেকে ১৪৪ টি দেশের সমর্থন পেয়ে টানা তৃতীয়বারের মতো বাংলাদেশ নির্বাচনে জয়লাভ করে। প্রতিদ্বন্দ্বী দেশসমূহের নেতিবাচক প্রচারণা এবং বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অধিবেশন চলাকালে ব্যস্ত কর্মসূচির ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদলের প্রধানের সাথে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর ব্যক্তিগত যোগাযোগ বাংলাদেশের জয়ের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

ইউনেস্কো সাধারণ সম্মেলনে বাংলাদেশ

গত ৩০ অক্টোবর থেকে ১৪ নভেম্বর ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কো সাধারণ সম্মেলনের ৩৯তম অধিবেশনে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.র নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। প্রতিনিধিদলে অন্যান্যদের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব মো: সোহরাব হোসাইন এবং প্যারিসস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের মান্যবর রাষ্ট্রদূত কাজী ইমতিয়াজ হোসেন অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ৩৯তম অধিবেশনে বাংলাদেশের বিভিন্ন অর্জন অনন্য এক মাইল ফলক হয়ে থাকবে।

ইউনেস্কো সাধারণ সম্মেলনে বাংলাদেশের বিভিন্ন অর্জনের সংক্ষিপ্তসার

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ 'ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব্ দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার'-এ অন্তর্ভুক্তি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ 'ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব্ দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার'-এ অন্তর্ভুক্তি দীর্ঘদিনের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফল। এই প্রথম বাংলাদেশের কোন প্রামাণ্য ঐতিহ্য 'ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব্ দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার'-এ অন্তর্ভুক্ত হলো।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.র ঐকান্তিক আগ্রহে শিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন (বিএনসিইউ) সর্বপ্রথম ২০০৯ সালের ১২ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ 'ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ অব্ হিউম্যানিটি' হিসেবে ঘোষণার প্রস্তাব ইউনেস্কোতে প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি. কর্তৃক ২৩ মার্চ ২০০৯ তারিখে স্বাক্ষরিত একটি সার-সংক্ষেপ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩০ মার্চ ২০০৯ তারিখে তা অনুমোদন করেন। পরবর্তীতে ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কোর অপর একটি প্রোগ্রাম 'ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব্ দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার'-এ অন্তর্ভুক্তির জন্য অধিকতর উপযোগী বলে প্রতীয়মান হয়। এরপর ২০১০ সালের ১৭ জানুয়ারি কোরিয়ান ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন বিএনসিইউকে পত্র মারফত ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় অনুষ্ঠিতব্য মেমোরি অব্ দ্য ওয়ার্ল্ড সম্পর্কিত কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। ১১-১৪ মার্চ ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মশালায় বিএনসিইউ 'বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ' এর ওপর প্রস্তুতকৃত খসড়া প্রস্তাব প্রেরণ করে। ২০১৩ সালে কম্বোডিয়ার রাজধানী নমপেন-এ অনুষ্ঠিত হয় পরবর্তী কর্মশালা। তাতে অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি জনাব মফিদুল হককে মনোনীত করা হলে তিনি বাংলাদেশের প্রস্তাবটি নির্দিষ্ট ফরম্যাট অনুসারে সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে ২০১৬ সালের ৪-১৫ এপ্রিল তারিখে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর ১৯৯তম নির্বাহী বোর্ডসভা চলাকালে শিক্ষা সচিব জনাব মো: সোহরাব হোসাইন এবং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.র অনুমোদনক্রমে বিএনসিইউ পরিমার্জিত প্রস্তাবটি ইউনেস্কোতে জমাদানের লক্ষ্যে প্যারিসস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে প্রেরণ করে। তারপর প্যারিসস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের তৎকালীন মান্যবর রাষ্ট্রদূত জনাব এম. শহিদুল ইসলাম এবং ইউনেস্কো নির্বাহী বোর্ডে বাংলাদেশের প্রতিনিধি ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী এ কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে সহযোগিতা প্রদান করেন। ইউনেস্কো মহাপরিচালক মিজ ইরিনা বোকোভার সাথে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.র ব্যক্তিগত যোগাযোগ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাঙালি জাতির এ অসামান্য সাফল্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সাল থেকেই বিষয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে আসছিলেন এবং সময়ে সময়ে তিনি শিক্ষামন্ত্রীকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন। শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি. ২০০৯ সাল থেকে বিএনসিইউর চেয়ারম্যান হিসেবে ইউনেস্কোর কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত থাকায় এবং ইউনেস্কোর ৩৮ ও ৩৯তম সাধারণ সম্মেলনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট হওয়ার সুবাদে ইউনেস্কোর মহাপরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে তাঁর নিবিড় যোগাযোগের ফলে চলমান প্রক্রিয়াটি কাঙ্ক্ষিত পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। ৩০ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে মিজ বোকোভা 'ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব্ দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার' সংক্রান্ত নথিতে স্বাক্ষর করলে শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি. তাৎক্ষণিকভাবে প্যারিস থেকে বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে টেলিফোনে অবহিত করেন। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে শিক্ষামন্ত্রীসহ বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল, ইউনেস্কো মহাপরিচালক মিজ ইরিনা বোকোভা এবং এ মহতী উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ 'ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব্ দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার'-এ অন্তর্ভুক্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত নাগরিক সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৩৯তম অধিবেশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট

৩০ অক্টোবর ২০১৭ তারিখ সকালে ইউনেস্কো সাধারণ সম্মেলনের ৩৯তম অধিবেশনের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ১৯৫টি দেশের প্রতিনিধি ছাড়াও ইউনেস্কোর সহযোগী সদস্যরাষ্ট্র, এনজিও এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। একই দিনে বৈকালিক অধিবেশনে ৩৯তম সাধারণ সম্মেলনের প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়। এতে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন ইউনেস্কোতে মরক্কোর স্থায়ী প্রতিনিধি মিজ জাওহোর আলাওয়ি। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি. ৩৯তম সাধারণ সম্মেলনের অন্যতম ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। উল্লেখ্য, তিনি ৩৮তম সাধারণ সম্মেলনেরও ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

জিএমআর ২০১৭-২০১৮ এর মোড়ক উন্মোচন

১ নভেম্বর সকালে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট (জিএমআর) ২০১৭-২০১৮ এর মোড়ক উন্মোচন উপলক্ষ্যে আয়োজিত মন্ত্রী পর্যায়ের প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্জনসমূহ তুলে ধরে মাননীয় মন্ত্রী গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। এ লক্ষ্যে তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। নির্ধারিত আলোচনার পর মাননীয় মন্ত্রী প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন, যাতে বাংলাদেশের শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ উঠে আসে।

জিএমআর ২০১৭-২০১৮ এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে মিজ ইরিনা বোকোভা ও প্যানেল আলোচক শিক্ষামন্ত্রী এবং আলোচকবৃন্দ

ই-৯ ফোরামের মন্ত্রী পর্যায়ের সভা

১ নভেম্বর দুপুরে বাংলাদেশের আয়োজনে ই-৯ ফোরামের মন্ত্রী পর্যায়ের সভায় ফোরামের বর্তমান চেয়ারম্যান মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি. সভাপতিত্ব করেন। এ সভায় ভারত, চীন, নাইজেরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মিশর এবং পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রীসহ ব্রাজিলের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এবং মেক্সিকোর রাষ্ট্রদূত উপস্থিত ছিলেন। এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ই-৯ ফোরামের মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে বাংলাদেশ সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর এটিই ছিলো ই-৯ ফোরামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সভা। ই-৯ সদস্যরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণসহ শিক্ষাক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার করার প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত করেন।

মাননীয় মন্ত্রী তাঁর আলোচনায় উল্লেখ করেন যে, ই-৯ সদস্য দেশগুলোতে এসডিজি-৪ বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ হবে বহুমুখী। ফাইনান্সিং গ্যাপ এবং অর্থের সম্ভাব্য উৎসও এ সব দেশে এক রকম নয়। এ জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে বর্ধিত ব্যয় সত্ত্বেও আগামী বছরগুলোতে ফাইনান্সিং গ্যাপ ই-৯ দেশগুলোর জন্য চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে, ই-৯ ফোকাল পয়েন্টবৃন্দ নিয়মিত আলোচনায় বসে নিজেদের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা আরও জোরদার করতে সদস্যরাষ্ট্রসমূহ ঐকমত্য প্রকাশ করে। সভাশেষে, বাংলাদেশের নেতৃত্বে ই-৯ ফোরাম পুনরুজ্জীবিত হয়েছে মর্মে সভায় বাংলাদেশের বিশেষ প্রশংসা করা হয়।

ই-৯ মন্ত্রী পর্যায়ের সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যরাষ্ট্রের মন্ত্রী ও রাষ্ট্রদূতবৃন্দ
(বাম থেকে) ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, নাইজেরিয়া, চীন, বাংলাদেশ ও ভারতের শিক্ষামন্ত্রী, ব্রাজিলের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী, মিশরের শিক্ষামন্ত্রী এবং সর্বডানে মেক্সিকোর রাষ্ট্রদূত

মন্ত্রী পর্যায়ের ক্যাপএড বিষয়ক প্রাতরাশ সভা

২ নভেম্বর সকালে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী 'ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট ফর এডুকেশন (ক্যাপএড)' শীর্ষক বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। এতে ইউনেস্কোর শিক্ষা বিষয়ক সহকারী মহাপরিচালক মি. কিয়ান ট্যাংসহ ক্যাপএড প্রোগ্রামের কর্মকর্তাবৃন্দ, এ প্রোগ্রামের সহযোগী দেশ সুইডেন, নরওয়ে ও ফিনল্যান্ডের শিক্ষামন্ত্রীগণ এবং ক্যাপএড প্রোগ্রামের সুবিধাপ্রাপ্ত দেশের শিক্ষামন্ত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষামন্ত্রী বাংলাদেশে শিক্ষার হার এবং গুণগতমান বৃদ্ধিসহ লিঙ্গবৈষম্য বিলোপ, বিশেষ করে নারীশিক্ষার অগ্রগতি তুলে ধরলে তা সভায় বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়।

মন্ত্রী পর্যায়ের ক্যাপএড বিষয়ক প্রাতরাশ সভায় অন্যান্য দেশের মন্ত্রীর সাথে বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী